দৈনিক ইত্তেফাক

NOV. 28 2001
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

নেপালের অভ্যন্তরীণ বিবাদ

সার্ক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানে সংশয়

শফিকুল কবির ॥ দীর্ঘ তিন বছর ধরে ব্যাপক কূটনৈতিক প্রচেষ্টার পর দক্ষিণ এশিয়ার ৭টি দেশের সর্বসম্মতিতে আগামী ৪ জানুয়ারী থেকে ৩ দিনব্যাপী নেপালের রাজধানী কাঠমুন্ডুতে একাদশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের তারিখ পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে এ কর্মসূচী ঘোষণার পর এক সপ্তাহ অতিক্রান্ত না হতেই সার্ক শীর্ষ সম্মেলন আবার সংশয়ের মুখে পতিত হয়েছে। জানা গেছে, নেপালে অভ্যন্তরীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করার পর সেখানে আগামী ২৪শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ৩ মাসের জন্য জরুরী আইন ঘোষণা করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার নয়াদিল্লীর একটি সংবাদ সূত্র থেকে জানা যায়, গত সোমবার জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর নেপালের প্রধানমন্ত্রী দেউবা ভারতের প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীর সাথে টেলিফোনে আলাপকালে (২য় পৃষ্ঠায় ৮-এর কঃ দ্রঃ)

সার্ক শীর্ষ সম্মেলন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সার্বিক অবস্থা ব্যাখ্যা করেন। সংবাদ সূত্রে জানা যায়, এ বছর গত ১ জুন রাজা বীরেন্দ্র বীর বিক্রম প্রাসাদ অভ্যুত্থানে স্বপরিবারে নিহত হবার পর তার জ্ঞাতিভাই জ্ঞানেন্দ্র নারায়ণ নিজেকে রাজা ঘোষণা করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। এরপর থেকে নেপালে রাজনৈতিক সংঘাত সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়তে থাকে। প্রধান বিরোধী দল নেপালী কমিউনিষ্ট পার্টির ছত্রচ্ছায়ায় সরকারী ভাষায় মাওবাদী নামে পরিচিত বিদ্রোহীরা সারা দেশজুড়ে 'রাজতন্ত্রের বৈধতা নাই, নেপালে প্রজাতন্ত্র চাই' শ্লোগান দিয়ে সহিংস আন্দোলন শুরু করে। সংবাদ সূত্র জানায়, গত ৬ মাসে নেপালে রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্রের বিদ্রোহ সংঘর্ষে সহস্রাধিক মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছে, সহায়-সম্পদ হানি হচ্ছে প্রচুর। বিশেষ করে সার্ক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের তারিখ ঘোষণায় প্রজাতন্ত্রকামী বিদ্রোহীদের হাতে ১৮০ জন সেনা ও পুলিশ প্রাণ হারায়। বিদ্রোহীদের নতুন শ্লোগান 'আগে প্রজাতন্ত্র পরে সার্ক শীর্ষ সম্মেলন'। এ নাজুক পরিস্থিতিতে রাজা জ্ঞানেন্দ্র ৩ মাসের জন্য জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন। সূত্র মতে নেপাল সরকার সার্ক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানে কঠোর নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিতে ভারত সরকারের সহযোগিতা চেয়েছে। অপরদিকে, ভারত সরকার আসন্ন সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদকে মুখ্য আলোচ্য বিষয়রূপে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব দিয়েছে। সার্ক সনদে প্রতিবছর একবার ৭টি দেশের সরকার ও রাষ্ট্র প্রধানদের উপস্থিতিতে শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের বিধান রয়েছে। তবে সদস্য যে কোন একটি দেশ অসম্মতি প্রকাশ করলে শীর্ষ বৈঠক স্থগিত হয়ে যাবে। ১৯৮৫ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ৭টি দেশের প্রথম শীর্ষ সম্মেলনে সার্ক গঠিত হয়। এরপর একযুগ ধরে সার্ক গতিশীল ভূমিকায় ছিল। সার্কভুক্ত ৭টি দেশ বাংলাদেশ; ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভুটান ও মালদ্বীপের মধ্যে কেবল ভারত ও পাকিস্তানের বৈরী সম্পর্ক রয়েছে। সর্বশেষে দশম সার্ক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় শ্রীলংকার রাজধানী কলম্বোতে '৯৮ সালের জুলাইতে। তখনই সিদ্ধান্ত ছিল '৯৯য়ের নভেম্বরে কাঠমুন্ডুতে একাদশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সে বছর অক্টোবরে পাকিস্তান সামরিক অভ্যুত্থানে জেনারেল পারভেজ মোশাররফ ক্ষমতায় আসার পর ভারত সার্ক সনদ অনুযায়ী আপত্তি উত্থাপন করায় অনির্দিষ্টকালের জন্য একাদশ শীর্ষ সম্মেলন স্থগিত হয়ে যায়। জানুয়ারীতে কাঠমুন্ডুতে তাপমাত্রা হিমাংকের ১৫/২০ ডিগ্রী নীচে নেমে যায়। কুয়াশায় বিমান বন্দর অচল হয়ে পড়ে। রাজনৈতিক সহিংসতা শৈত্য প্রবাহে হ্রাস পাবে মনে করে নভেম্বরের পরিবর্তে জানুয়ারীকে বেছে নেয়া হয়েছে। তবে নেপালের প্রজাতন্ত্রকামী বিদ্রোহীদের দমন করে কাঠমুন্ডুতে সার্ক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠান সম্ভাব হবে কিনা সাম্প্রতিক কার্যকলাপে কূটনৈতিক মহল সংশয়ে পড়েছেন।